প্রশ্নোত্তরে

রমযান ও ঈদ

দলীলভিত্তিক রমযান, রোযা, তারাবীহ, ই'তিকাফ, লাইলাতুল কদর
ফিতরা ও ঈদ সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় মাসাইল সংকলন

প্রণয়নে

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত।
আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা।

পরিমার্জণে

প্রফেসর ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিক্‌হ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ড. হাফেয আবদুল জলীল

গবেষণা কর্মকর্তা, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামী
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

কাজী মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম

হেড মুহাদ্দিস, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী।

সবুজপত্র

১ম অধ্যায়

সিয়াম : অর্থ ও হুকুম

প্রশ্নঃ ১. সিয়ামের শাব্দিক অর্থ কি?

উত্তরঃ সিয়ামের শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। ফার্সি ভাষায় এটাকে রোযা বলা হয়।

প্রশ্নঃ ২. রমযান মাসের সিয়ামের হুকুম কি?

উত্তরঃ এটা ফরয।

প্রশ্নঃ ৩. এটা কোন হিজরী সালে ফরয হয়েছে?

উত্তরঃ দ্বিতীয় হিজরীতে।

প্রশ্নঃ ৪. সিয়াম ফরয হওয়ার দলীল জানতে চাই।

উত্তরঃ ক. আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

"ঈমানদারগণ!, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা ২; বাকারা ১৮৩)

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَ ٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴿١٨٥﴾

"রমযান হলো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছিল। মানবজাতির জন্য হিদায়াত ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশক এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়কারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারাই এ মাস পাবে তারা যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে।" (সূরা ২; বাকারা ১৮৫)

খ. ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْلَآ إِلٰهَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَصومِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি:

১. এ মর্মে সাক্ষ দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ২.সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. রমযান মাসের সিয়াম পালন করা এবং ৫. সক্ষম ব্যক্তির হাজ্জ আদায় করা। (বুখারী ও মুসলিম)

২য় অধ্যায়

রমযান মাসের ফযীলত

প্রশ্ন: ৫. রমযান মাসের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর: চন্দ্র মাসের এটা এক অত্যাধিক গুরুত্ব মাস। এ মাসের ফযীলত অপরিসীম। নিচে ধারাবাহিকভাবে রমযান মাসের কিছু ফযীলত তুলে ধরা হলো:

১. ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি রুকন হলো সিয়াম। আর এ সিয়াম পালন করা হয় এ মাসেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা ২: বাকারা ১৮৩)

২. এ মাসের সিয়াম পালন জান্নাত লাভের একটি মাধ্যম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ اٰمَنَ بِا للهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَاٰتَـى الزَّكٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَـى اللهِ أَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনল, সালাত কায়েম করল, যাকাত আদায় করল, রমযান মাসে সিয়াম পালন করল তার জন্য আল্লাহর উপর সে বান্দার অধিকার হলো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া।" (বুখারী: ২৭৯০)

৩. রমযান হলো কুরআন নাযিলের মাস

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ﴿١٨٥﴾

অর্থাৎ "রমযান মাস– যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকেদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।" (সূরা ২; বাকারা ১৮৫)

সিয়াম যেমন এ মাসে, কুরআনও নাযিল হয়েছে এ মাসেই। ইতঃপূর্বেকার তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলসহ যাবতীয় সকল আসমানি কিতাব এ মাহে রমযানেই নাযিল হয়েছিল। (সহীহ আল জামে'- ১/৩১৩ হা. ১৪৯৭, আহমদ- ৪/১০৭)

এ মাসেই জিবরাঈল (আ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন শুনাতেন এবং তাঁর কাছ থেকে তিলাওয়াত শুনতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ রমযানে পূর্ণ কুরআন দু'বার খতম করেছেন। (মুসলিম)

৪. রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

إِذَا جَآءَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَا طِيْنُ

اوَفِـىْ لَفْظٍ سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ

"যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয়।" (মুসলিম: ১০৭৯)

আর এজন্যই এ মাসে মানুষ ধর্ম-কর্ম ও নেক আমলের দিকে অধিক তৎপর হয় এবং মসজিদের মুসল্লীদের ভীড় অধিকতর হয়।

৫. এ মাসেই লাইলাতুল কদর

এক রাতের ইবাদত অপরাপর এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও বেশি। অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদতের চেয়েও বেশি সাওয়াব হয় এ মাসের ঐ এক রজনীর ইবাদতে।

ক. আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ
مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

অর্থাৎ "কদরের একরাতের ইবাদত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ রাতে ফেরেশতা আর রূহ [জিবরাঈল (আঃ)] তাদের রব্ব-এর অনুমতিক্রমে প্রত্যেক কাজে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়। (এ রাতে বিরাজ করে) শান্তি আর শান্তি- তা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত থাকে।" (সূরা ৯৭; ক্বদর ৩-৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لله فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَ خَيْرُهَا فَقَدْ حَرَمَ

"এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে মূলতঃ সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো।" (নাসায়ী: ২১০৬)

৬. এ পুরো মাস জুড়ে দু'আ কবুল হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَدْعُوْ بِهَا فِىْ رَمَضَانَ

অর্থাৎ "এ রমযান মাসে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর সমীপে যে দু'আই করে থাকে– তা মঞ্জুর হয়ে যায়।" (আহমাদ- ২/২৫৪)

৭. এ মাসে মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عُتَقَاءَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَإِنَّه‘ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

অর্থাৎ “মাহে রমযানে প্রতিরাত ও দিনের বেলায় বহু মানুষকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা দিয়ে থাকেন এবং প্রতিটি রাত ও দিনের বেলায় প্রত্যেক মুসলিমের দু‘আ– মুনাজাত কবুল করা হয়ে থাকে।” (আহমাদ- ২/২৫৪)

৮. এ মাস জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُنَا دِىْ مُنَادٍ كُلَّ لَنْلَةٍ : يَابَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَابَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَللهِ عُتَفَا ءُمِنْ النَّرِوَذٰلِكَ فِىْ كُلِّلَيْلَةٍ

“এ মাসের প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে আহ্বান করতে থাকে যে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী তুমি আরো অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের পথিক, তোমরা অন্যায় পথ চলা বন্ধ কর। (তুমি কি জান?) এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। (তিরমিযী: ৬৮২)

৯. এ মাস ক্ষমা লাভের মাস

এ মাস ক্ষমা লাভের মাস। এ মাস পাওয়ার পরও যারা তাদের আমলনামাকে পাপ-পঙ্কিলতা মুক্ত করতে পারল না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يَّغْفِرَ لَه‘

“ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধুসরিত হোক যার কাছে রমযান মাস এসে চলে গেল অথচ তার পাপগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না।” (তিরমিযী: ৩৫৪৫)

১০. রমযান মাসে সৎ কর্মের প্রতিদান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّ فِيْهِ فَرِيْضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ

"যে ব্যক্তি রমযান মাসে কোনো একটি নফল ইবাদত করল, সে যেন অন্য মাসের একটি ফরয আদায় করল। আর রমযানে যে ব্যক্তি একটি ফরয আদায় করল, সে যেন অন্য মাসের ৭০টি ফরয আদায় করল।" (সহীহ ইবনে খুযাইমা: ১৮৮৭, হাদীসটি দুর্বল)

১১. এ মাসে একটি উমরা করলে একটি হজ্জ আদায়ের সওয়াব হয় এবং তা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ আদায়ের মর্যাদা রাখে।

ক. হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَإِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَقْضِيْ حَجَّةً مَعِيْ

"রমযান মাসে উমরা করা আমার সাথে হজ্জ আদায় করার সমতুল্য। (বুখারী: ১৮৬৩)

হাদীসে আছে,

খ. একজন মেয়েলোক এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল,

مَايَعْدِلُ حَجَّةٌ مَعَكَ؟ فَقَالَ : عُقمْرَةٌفِيْ رَمَضَانَ

"কোনো ইবাদতে আপনার সাথী হয়ে হজ্জ করার সমতুল্য সাওয়াব পাওয়া যায়? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, 'রমযান মাসের ওমরা করা।" (আবূ দাউদ: ১৯৯০)

ঈদের সালাত শুরু ও শেষ সময়

প্রশ্ন : ১৯২. ঈদের সালাতের সময় কখন শুরু ও শেষ হয়।

উত্তর : সূর্যোদয়ের পনেরো/বিশ মিনিট পর থেকে যোহরের সালাতের পনেরো/বিশ মিটিন পূর্বে পর্যন্ত ঈদের সালাতের সময় যাকে এ সময়টি

সালাতুদ দুহা (অর্থাৎ চাশতের সালাতের) সময়। এ চাশতের সালাত আর ঈদের সালাতের সময় একই।

হাদীসে আছে,

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا الْفِطْرَ وَالشَّمْسَ عَلٰى قَيْدِ رَمْحَيْنَ وَالْاَضْحٰى عَلَى قَيْدِ رَمْحٍ

জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, নাবী কারীম (স) আমাদেরকে নিয়ে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করতেন সূর্য যখন দু' বর্শা পরিমাণ উপরে উঠত এবং ঈদুল আযহা আদায় করতেন সূর্য যখন এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠত। (ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩১৯)

প্রশ্ন : ১৯৩. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা-এর কোনটি আওয়াল ওয়াক্তে (অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে) পড়ব?

উত্তর : ইবনে কায়্যিম (রহ) বলেছেন,

নাবী কারীম (স) ঈদুল ফিতরের সালাত একটু দেরি করে আদায় করতেন। আর ঈদুল আযহার সালাত প্রথম ওয়াক্তে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। (যাদুল মা'আদ)

এ বিষয়ক সকল হাদীস বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিতর পড়া উত্তম।

প্রশ্ন : ১৯৪. রাসূল (স) ঈদুল ফিতরের সালাত ঈদুল আযহার সালাতের চেয়ে একটু দেরি করে পড়তেন কেন?

উত্তর : তুলনামূলকভাবে ঈদুল ফিতরের সালাত রাসূল একটু দেরি করে পড়তেন এ কারণে যাতে লোকেরা সাদাকাতুল ফিতর (অর্থাৎ ফিতরা) প্রদানের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নিয়ে ঈদগাহে যেতে পারে।

আর ঈদুল আযহা তাড়াতাড়ি প্রথম ওয়াক্তে আদায় করতেন যাতে করে সালাত শেষ করে কুরবানীর পশু জবাইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

ঈদের সালাতের স্থান

প্রশ্ন ১৯৫. ঈদের সালাত কোথায় আদায় করা সুন্নাত?

উত্তরঃ কোনো একটা মাঠে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত।

প্রশ্ন ১৯৬. নাবী কারীম (স) কোথায় ঈদের সালাত আদায় করতেন?

উত্তরঃ যাদুল মা'আদ কিতাবে ইবনুল কায়্যিম (রহ) লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) আজীবন ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিতএ কটি হাদীসে আছে, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَ ضَحَى إِلَى الْمُصَلّٰى

রাসূলুল্লাহ (স) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত আদায়ের জন্য ঈদগাহে যেতেন। (বুখারীঃ ৯৫৬)

প্রশ্ন ১৯৭. বৃষ্টি, ঝড়-তুফান ও নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি অবস্থায় মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা কি জায়েয হবে?

উত্তর : হা, জায়েয আছে।

আবূ হোরাইরাহ (রা) বলেন, একবার বৃষ্টি হওয়ায় নাবী কারীম (স) সবাইকে নিয়ে মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করেছিলেন। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ মিশকাত)

(অবশ্য নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) এটাকে দুর্বল হাদীস বলেছেন)

ঈদের সালাতে আযান ও ইকামাত নেই

প্রশ্ন ১৯৮. ঈদের সালাতে কি কোনো আযান ও ইকামাত আছে?

উত্তর : না, নেই। ইবনে আব্বাস ও জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, দলীল আছে।

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى

"(রাসূল (স)-এর যামানায়) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে আযান দেওয়া হতো না।" (বুখারীঃ ৮৮৬, বুখারীঃ ৯৬০)

জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

আমি বহুবার রাসূলে কারীম (স)-এর সাথে দু ঈদের সালাত আদায় করেছি কোনো আযান ও ইকামাত ছাড়াই।" (মুসলিম)

প্রশ্ন ১৯৯. ঈদের সালাত কত রাকাআত?

উত্তর : দুই রাকা'আত। ওমর (রা) বলেন,

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكِعَتَانِ وَصَلَاةُ الْاَضْحٰى رَكِعْتَانِ وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكِعَتَانِ

"জুমু'আর সালাত দু রাকা'আত, ঈদুল ফিতরের সালাত দু রাকা'আত, ঈদুল আযহার সালাত দু রাকা'আত এবং সফর অবস্থায় (চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয) সালাত দুই রাকাআত।" (নাসাঈ: ১৪২০)

প্রশ্ন ২০০. এ দু রাকা'আত ঈদের সালাতের আগে পরে কি রাসূল (স) কোনো নফল সুন্নাত সালাত পড়তেন?

উত্তর : না, ঈদের সালাতের সাথে এর আগে পরে রাসূল (স) কোনো নফল সুন্নাত সালাত আদায় করেননি। (মুসনাদে আহমাদ)

ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন ২১২. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে ঈদের সালাত আদায় করব?

উত্তর : ক. প্রথম নিয়ম

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে ঈদগাহে যাওয়ার সময় একটি লাঠি বা বল্লম বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো এবং সালাত শুরুর আগেই সেটা তার সামনে 'সুতরাং' হিসেবে মাটিতে গেড়ে দেওয়া হতো। (বুখারী পৃ. ১৩৩)

অতঃপর তিনি (নিয়ত করে) 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধতেন। এরপর তিনি 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা ...' পড়তেন। (ইবনে খুযাইমা)

তারপর সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বেই রাসূল (স) একের পর এক মোট ৭ বার তাকবীর দিতেন (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলতেন)। প্রতি দু তাকবীরের মাঝখানে তিনি একটুখানি চুপ থাকতেন। ইবনে ওমার (রা) নাবী কারীম (স)-এর সুন্নাত অনুসরণের অধিক পাবন্দি হওয়ার কারণে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে

দু হাত তুলতেন এবং প্রত্যেক তাকবীরের পর আবার হাত বেঁধে ফেলতেন। (বায়হাকী)

এভাবে ৭টি তাকবীর বলার পর রাসূলুল্লাহ (স) সূরা ফাতিহা পড়তেন। এরপর তিনি আরেকটি সূরা মিলিয়ে পড়তেন। এরপর তিনি আরেকটি সূরা মিলিয়ে পড়তেন। এরপর তিনি রুকূ ও সিজদা করতেন।

এভাবে প্রথম রাকা'আত শেষ করার পর সাজদাহ থেকে উঠে (সূরা ফাতিহা শুরুর পূর্বেই) তিনি (২য় রাকাআতে) পরপর ৫টি তাকবীর দিতেন। তারপর সূরা ফাতিহা পড়ে আরেকটি সূরা পড়তেন। এরপর তিনি রুকূ ও সাজদাহ করে দু রাকাআত ঈদের সালাত শেষ করতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে জমিনে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তখন ঈদগাহে কোনো মিম্বর নেওয়া হতো না। তারপর দু'আ করে শেষ দিতেন। (যাদুল মা'আত ১ম খণ্ড)

খ. দ্বিতীয় নিয়ম

দ্বিতীয় নিয়মটি প্রথমটির মতোই। শুধু পার্থক্য হলো ১ম রাকা'আতে তাকবরে তাহরীমার পর অতিরিক্ত ৩ তাকবীর বলবে এবং এর প্রথম দু তাকবীরে হাত ছেড়ে দেবে এবং শেষ তাকবীরে হাত বেঁধে ফেলবে।

আর দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা শেষে রুকূর পূর্বে অতিরিক্ত ৩ তাকবীর দেবে এবং প্রত্যেক তাকবীরেই হাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর ৪র্থ তাকবীর বলে রুকূতে চলে যাবে। আর বাকি সব নিয়মকানুন একই।

প্রশ্ন ২১৩. সালাতুল ঈদে সূরা ফাতিহা পড়ার পর কোনো সূরা পড়া মুসতাহাব?

উত্তর : প্রথম রাকাআতে সূরা আলা এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা গাশিয়াহ পড়া। অথবা প্রথম রাকাআতে সূরা কাফ এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কামার পড়া। (মুসলিম: ৮৯১) এভাবে পড়া মুস্তাহাব। না পারলে যেকোনো সূরা দিয়ে পড়া জায়েয আছে। এতে কোনো ক্ষতি নেই।